(একই তারিখ ও স্মারকে স্থলাভিষিক্ত)
গণপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
পানিসম্পদমন্ত্রণালয়
পরিকল্পনাশাখা-৩

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.০৬.০১১.১৮-১৬৮

তারিখ: ০৬ জ্যৈষ্ঠ,১৪২৬ / ২০ মে, ২০১৯

বিষয় : গত ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

গত ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি-এঁর সভাপতিত্বে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির উপর আরএডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

Rasel ২০/৫/১৯
(আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১। সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, অর্থনৈতি কসম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩। প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (দৃ. আ.-যুগ্ম প্রধান, সেচ উইং)।
৪। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা। (দৃ. আ.মহাপরিচালক, কৃষি)।
৫। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৭। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৮। যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন-১/ উন্নয়ন-২)/ যুগ্মপ্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। মহাপরিচালক, ওয়ারপো, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।
১০। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।
১১। প্রধান মনিটরিং, বাপাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
১২। প্রকল্প পরিচালক (সকল), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
১৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। পরিচালক-১১, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। উপপ্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। **সিনিয়র সহকারী প্রধান/ সহকারী প্রধান-১/৪/৫/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।**
১৮। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, পাউবো, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২০। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।**
২১। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩

বিষয়: ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ২৪ এপ্রিল/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি-র সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের মাসিক পর্যালোচনা সভা ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চলতি অর্থবছরের ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী, সচিব এবং মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট ক' -তে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপস্থাপনা:

মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপি-তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১১৮টি (১টি কারিগরি সহায়তা ও ৬টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ) প্রকল্পের অনুকূলে ৫৮৫৬.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, তন্মধ্যে জিওবি ৪৬৭৫.৮৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৮০.৪৬ কোটি টাকা। ১ জুলাই, ২০১৮ হতে ২৪ এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত উক্ত বরাদ্দ হতে অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ৩৫৪৯.০৯ কোটি (জিওবি ২৬৫৬.৩১ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৮৯২.৭৯ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬০.৬০%। একই সময় পর্যন্ত অর্থব্যয়ের পরিমাণ মোট ২৭৫০.০৩ কোটি (জিওবি ২২২২.২৮ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য ৫২৭.৭৫ কোটি) টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪৬.৯৬%।

৩। আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

২০১৮-১৯ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা ও তার পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
		পূর্ব রিজিওন	
১.	**'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)'** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য/সংস্কারাধীন পাম্পসমূহ আগামী বর্ষার পূর্বে পুরোপুরি চালু করা সম্ভব হবে না মর্মে প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি ডিএনডি এলাকায় যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিদ্যমান পাম্পসমূহ মেরামত করে বর্ষার পূর্বেই চালু করার নির্দেশ প্রদান করেন।	**'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন (ফেজ-২) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)'** শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য বিদ্যমান পাম্পসমূহ মেরামত করে বর্ষার পূর্বেই চালু করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা জোন (বর্ষার পূর্বে)
২.	**'কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ'** শীর্ষক প্রকল্প গত ০৯-১০-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন হলেও এখনও দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সভাপতি অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুসারে দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	**'কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি উঁচুকরণ, ওয়েভ প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ'** শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপির আলোকে দ্রুত কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) (যথাশীঘ্র)
৩.	**'নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন**	**'নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলাধীন**	প্রকল্প পরিচালক

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
	হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে কতিপয় ঠিকাদারের গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সভাপতি যেসকল কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার কাজ বাস্তবায়নে গাফিলতি করেছেন তাদের কার্যাদেশ বাতিলের প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	**হাইজদা বাঁধের ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ শক্তিশালীকরণ'** শীর্ষক প্রকল্পের যে সকল কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদার কাজ বাস্তবায়নে গাফিলতি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(অনতিবিলম্বে)
৪.	গত মাসের আরএডিপি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে **'নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন'** শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি হতে আড়িয়াল খাঁ নদের পুনঃখনন অংশ বাদ দিয়ে আরডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু এখনও আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়নি। সভাপতি দ্রুত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	**নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন'** শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি দ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্র)
৫.	**'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ'** শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০১-১০-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু এখনও দরপত্র আহ্বানসহ কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। সভাপতি আগামী ৫/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে সকল দরপত্র আহ্বান করার নির্দেশ প্রদান করেন।	**'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ'** শীর্ষক প্রকল্পের সকল দরপত্র আগামী ৫/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (৫/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
৬.	**'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)'** শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ২৩-০৪-২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে আহ্বানকৃত দরপত্রের বাইরে আরও ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বানপূর্বক কাজ শুরু করা জরুরি। সভাপতি নতুন ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ২/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে আহ্বান করার নির্দেশ প্রদান করেন।	**'লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)'** শীর্ষক প্রকল্পের নতুন ৩টি প্যাকেজের দরপত্র আগামী ২/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) (২/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
৭.	**'চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন'** শীর্ষক প্রকল্পের পাম্প হাউসের দরপত্র আহ্বানের নিমিত্ত স্পেশিফিকেশন চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে। সভাপতি আগামী ৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে পাম্প হাউজ মেরামতের দরপত্র আহ্বানের নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে **'চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন'** শীর্ষক প্রকল্পের পাম্প হাউসের দরপত্র আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (৭/৫/২০১৯ তারিখের)
৮.	**'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের আওতায় এখনও ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। সভাপতি ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	**'হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (যথাসময়ে)

ক্র.	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (সময়সীমা)
৯.	**'কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভৌত কাজজানুয়ারি, ২০১৬ মাসে শুরু হয়। কিন্তু এ প্রকল্পের যেসকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ডিপিএম পদ্ধতিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে তাদের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। সভাপতি এসকল প্যাকেজের কার্যাদেশ বাতিল করে দ্রুত পুনঃদরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।	**'কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারসমূহের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়যে সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রদান করা হয়েছে সেগুলোবাতিলপূর্বক দ্রুত পুনঃদরপত্র আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
১০.	**'কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি, এবং ৬৮) পুনর্বাসন'** শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩-০১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অগ্রগতি মাত্র ২.০০%। সভাপতি এ প্রকল্পটি অগ্রগতি বৃদ্ধি করার নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি একটি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করার নির্দেশ প্রদান করেন।	**'কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোল্ডারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি, এবং ৬৮) পুনর্বাসন'** শীর্ষক প্রকল্পের অগ্রগতি বৃদ্ধির করার পাশাপাশি আগামী ৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যেমধ্যে একটি স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
	পশ্চিম রিজিওন		
১১.	**'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ'**শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৬-০১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। কিন্তু এখনও রাবার ড্যাম নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা যায়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন, আরডিপিপি অনুমোদন ব্যতিরেকে রাবার ড্যাম নির্মাণের কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব নয়। সভাপতি আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে এ প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	**'চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ'**শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি আগামী ৮/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যেমন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) (৮/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
১২.	**'বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ'**শীর্ষক প্রকল্পটি ০৭-১১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এখনও এ প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান করা হয়নি। সভাপতি আগামী ৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যেসকল প্যাকেজের দরপত্র আহ্বানের নির্দেশ প্রদান করেন।	**'বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ'**শীর্ষক প্রকল্পের সকল প্যাকেজের দরপত্র আগামী ৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যেআহ্বান করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (৭/৫/২০১৯ তারিখের মধ্যে)
১৩.	**'শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডানতীর রক্ষা'** শীর্ষক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আনয়নের লক্ষ্যে বার্জের পাশাপাশি নৌকার মাধ্যমেও জিও ব্যাগ ডাম্পিং শুরু হয়েছে। এ সকল কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে সার্বক্ষণিক প্রকল্প এলাকায় থাকা জরুরি। সভাপতি প্রকল্প পরিচালককে আগামী ২৮/৫/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সার্বক্ষণিক প্রকল্প এলাকায় থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	**'শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডানতীর রক্ষা'**শীর্ষক প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আনয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে আগামী ২৮/৫/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকায় থাকতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (২৮/৫/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)
১৪.	**'বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি'**	**'বাগেরহাট জেলায় ৮৩টি নদী/খাল পুনঃখনন এবং মংলা-ঘষিয়াখালী চ্যানেলের নাব্যতা বৃদ্ধি'**	প্রকল্প পরিচালক (যথাশীঘ্র)